লাল রঙের দিয়ার লোগো নিয়ে শুরু হল বন্ধন ব্যাঙ্কের পথ চলা। রয়েছেন কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষ। আই টি সি সোনার-এ, বৃহস্পতিবার। ছবি: অমিত ধর

প্রথম বাঙালি ব্যাঙ্ক স্বাধীন ভারতে, উদ্বোধনে প্রণব

আজকালের প্রতিবেদন: আজ থেকে ঠিক ৪৩ দিন পর স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের প্রথম বাঙালি ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করবেন প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি। বৃহস্পতিবার কলকাতায় 'বন্ধন' ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সি ই ও চন্দ্রশেখর ঘোষ এ খবর জানিয়ে বলেন, রবিবার, ২৩ আগস্ট কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে বন্ধন ব্যাঙ্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। বৃহস্পতিবার ৯ জুলাই বন্ধন ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদের প্রথম বৈঠক হয় প্রতিষ্ঠানের কলকাতার সদর দপ্তরে। চন্দ্রশেখর ঘোষ জানান, ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হয়েছেন ভারত সরকারের প্রাক্তন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. অশোককুমার লাহিড়ী। পরিচালন পর্ষদের অন্য সদস্যরা হলেন— ম্যানেজিং ডিরেক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ, কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি সাম্বামুর্থি, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের প্রাক্তন এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর স্নেহময় ভট্টাচার্য, নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার পি এস রাজি গেইন, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাস্কর সেন, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর শিশিরকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক কৃষ্ণমুর্থি সুব্রহ্মণ্যম, সি এম দীক্ষিত এবং সিডবি-র প্রাক্তন চিফ জেনারেল ম্যানেজার প্রদীপকুমার সাহা। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দ্রশেখর ঘোষ আরও জানান, বন্ধন ব্যাঙ্কের প্রতীক বা লোগো হবে 'দিয়া' বা প্রদীপ। সিঁদুরলাল রঙের দিয়ার মাঝখানে দুধসাদা আলোর শিখা। এই লোগো তৈরি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও ডিজাইন সবটাই করেছে জনসংযোগ ও প্রচার প্রতিষ্ঠান আগিলভি অ্যান্ড ম্যাথার। বন্ধন ব্যাঙ্ক একযোগে ২৭টি রাজ্য জুড়ে ৬৩০টি শাখা চালু করবে প্রথম পর্যায়ে। এর ২৪৭টি হবে এ রাজ্যে, যার ১০৪টি শাখা হবে গ্রামাঞ্চলে। আসামে হবে ৭০টি শাখা, ত্রিপুরায় ২২টি এবং বিহারে ৭৭টি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে হবে ১টি বা ২টি করে শাখা। চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন, পূর্বাঞ্চলের ক্রেডিট ডিপোজিট রেশিও দক্ষিণ ভারতের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আছে। তিনি বলেন, পূর্বাঞ্চল থেকে ডিপোজিট মবিলাইজেশন, বা টাকা জমা নিয়ে তা দেশের অন্য প্রান্তে ঋণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলে ব্যাঙ্কগুলির টাকা জমা নেওয়া এবং ঋণ প্রদানের অনুপাত গোটা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। বন্ধন ব্যাঙ্কের প্রথম অগ্রাধিকার হবে গোটা পূর্বাচলে ঋণ প্রদানের অনুপাতকে বাড়ানো। যেসব অঞ্চলে অনগ্রসর মানুষ থাকেন এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পুঁজির অভাবে ছোট স্বনির্ভর ব্যবসা গড়ে তুলতে পারেন না— তাঁদের কাছে পৌঁছে যাবে বন্ধন ব্যাঙ্কের ঋণ ও পরিষেবা। ব্যাঙ্ক ও মাইক্রোফিনান্স এই দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে বন্ধন ব্যাঙ্ক, তার নেটওয়ার্কে জুড়ে নেবে সেই সব স্তরের মানুষ, যাঁরা এখনও প্রচলিত ব্যাঙ্ক পরিষেবার আওতার বাইরে থেকে গেছেন। বন্ধনের ব্যবসায়িক মডেল হবে 'ইনক্লুসিভ ব্যাঙ্কিং'। জোর দেওয়া হবে রুরাল ব্যাঙ্কিংয়ের ওপর। সমান জোর দেওয়া হবে পাশাপাশি দুটি দিকে। এক, মাইক্রো ক্রেডিট এবং দুই, জেনারেল বা প্রচলিত ব্যাঙ্কিং। যাঁরা মাইক্রো ক্রেডিট পরিষেবা নেটওয়ার্কে আছেন, তাঁদের মাইক্রো ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়া হবে। আগে যাঁরা শুধু ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতেন, এখন তাঁরা অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমাতেও পারবেন। পাবেন ব্যাঙ্কের সবরকম সুযোগ-সুবিধা। গ্রুপ ব্যাঙ্কিং ও মাইক্রো ক্রেডিট প্রথাও চালু থাকবে। বন্ধন-এর এম ডি আরও বলেন, ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে 'ডোর স্টেপ বা ব্যাঙ্কিং' পরিষেবা চালু করা হবে। হাতে-ধরা একটি যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রাহকদের পরিচয় ও অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন করে টাকা জমা নেওয়া এবং গ্রাহকদের ঘরে বসেই টাকা তোলার সুবিধা করে দেওয়া হবে। চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন, অন্যান্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনওরকম প্রতিযোগিতায় যাবে না বন্ধন ব্যাঙ্ক। গ্রাহকদের কাছ থেকে জমা পাওয়ার অঙ্ক বাড়াতে পারলে মাইক্রো ক্রেডিটের সুদও কমানো হবে। আগে যেহেতু মাইক্রো ক্রেডিটের জন্য টাকা ধার করে আনতে হত, তাই সুদের হারও বেশি হত। জেনারেল ব্যাঙ্কিংয়ের পাশাপাশি বিমা ব্যবসাও করবে বন্ধন। এ ব্যাপারে এল আই সি এবং বাজাজের সঙ্গে কথা এগিয়েছে অনেকটাই। অন্যান্য বিমা সংস্থাগুলির সঙ্গেও কথা চলছে। বন্ধনের ইক্যুইটি পুঁজির অঙ্ক ৩,২০০ কোটি টাকা এবং ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি অনুপাত অতিক্রম করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিধি মেনেই ২০১৮-তে বাজারে শেয়ার ছাড়া হবে। বন্ধন ব্যাঙ্কের ব্যবসা বৃদ্ধির টার্গেট হবে বার্ষিক ২০-৩০ শতাংশ। ২১,০০০ কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করছে বন্ধন ব্যাঙ্ক। দু-তিন বছরের মধ্যে আরও ৩-৪ হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে।